৮৬

দৈনিক বাংলা

তারিখ 27 AUG 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

মহিলাদের কোটা শতকরা ৬০ ভাগ

এ বছর সরকারী প্রাইমারী স্কুলে আরও ৫ হাজার শিক্ষক নেয়া হবে

সুনীল ব্যানার্জি ঃ চলতি বছর দেশের বিভিন্ন সরকারী প্রাইমারী স্কুলে প্রায় পাঁচ হাজার শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে। শিক্ষক নিয়োগের জন্য এরই মধ্যে দরখাস্ত আহবান করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বিভিন্ন প্রাইমারী স্কুলে প্রায় ১ হাজার শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে খালি রয়েছে। আগামী নবেম্বরের মধ্যে আরও প্রায় চার হাজার প্রাইমারী শিক্ষকের পদ খালি হবে। অবসর গ্রহণ, চাকরি ছেড়ে দেয়া ও মৃত্যুজনিত কারণসহ বিভিন্ন কারণে প্রাইমারী স্কুলগুলোতে প্রতিবছর উল্লিখিত সংখ্যক পদ খালি হয়ে থাকে।

সূত্র মতে উল্লিখিত পাঁচ হাজার প্রাইমারী স্কুল শিক্ষক নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র এরই মধ্যে বাছাই শুরু হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, আগামী অক্টোবর মাসে ইন্টারভিউ নেয়া হবে। এরপরই নিয়োগ প্রদান করা হবে।

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

এ বছর সরকারী প্রাইমারী স্কুলে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সূত্র মতে প্রাইমারী স্কুল শিক্ষক নিয়োগে মহিলাদের প্রাধান্য দেয়া হবে। মহিলাদের জন্য শতকরা ৬০ ভাগ কোটা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রার্থীদের মধ্যে মহিলাদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বিভাগে এসএসসি পাস যে কোন মহিলা এই পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন। পুরুষদের ক্ষেত্রে এই পদের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে এইচএসসি পাস হতে হবে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবর ঃ প্রাথমিক বাছাই পর্বে জানা গেছে, প্রায় দু' লাখ আবেদনপত্র জমা পড়েছে। আবেদনকারীর মধ্যে অধিকাংশই মহিলা। আবেদনকারীদের মধ্যে অনেক গ্রাজুয়েট ও পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রীধারী রয়েছেন।

প্রাথমিক শিক্ষক পরিদফতরের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা উল্লিখিত তথ্যের সত্যতা স্বীকার করে বলেন, ১৯৯৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন সরকারী প্রাইমারী স্কুলে ১৭ হাজার শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। এই পাঁচ হাজার শিক্ষক নিয়োগ করা হলে মাত্র তিন বছরের মধ্যে প্রায় ২২ হাজার প্রাইমারী স্কুল শিক্ষক নিয়োগ করা হবে।

উল্লেখ্য, বর্তমানে দেশে প্রায় সাড়ে ৩৭ হাজার সরকারী ও ১৬ হাজার বেসরকারী প্রাইমারী স্কুল রয়েছে। এসব স্কুলে প্রায় ৮ লাখ শিক্ষক-কর্মরত রয়েছেন। উল্লিখিত স্কুলগুলোতে বর্তমানে প্রায় দেড় কোটি ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করছে। এত বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী এর আগে কখনও একত্রে পড়াশুনা করেনি।